যুগান্তর

JAN. 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 7 ...

নোটবইয়ে বাজার সয়লাব

টেক্সটবুক বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসিবার পূর্বেই প্রাথমিক হইতে শুরু করিয়া মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নিম্নমানের নোটবইয়ে বাজার ছাইয়া গিয়াছে। যুগান্তরে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই সকল নোটবই জমজমাট ব্যবসা করিতেছে। দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, টেস্ট পেপার, গাইড বই, সাজেশন ইত্যাদি নামে নোটবই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানকে সীমিত করিলেও সহজ উপায়ে পরীক্ষার বৈতরণী পাড়ের উপায় হিসাবে এদেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী নোটবইয়ের উপর নির্ভরশীল। পরিণামে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এই সকল ছাত্রছাত্রী বলিতে গেলে তেমন কিছুই আহরণ করিতে পারে না। ফলে কর্মক্ষেত্রে তাহাদের হিমশিম খাইতে হয়। বর্তমান বিশ্বের সহিত তাল মিলাইতে তাহাদের পদে পদে হোঁচট খাইতে হয়। এইভাবেই নোটবই-নির্ভর শিক্ষাজীবন ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও মননের জগতকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশি পরীক্ষার হলে নকল-নির্ভর হইতেছে নোটবইয়ের কদর তত বেশি বাড়িতেছে। এমনকি অসাধু ব্যবসায়ীরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীরা যাহাতে সহজে ও নিরাপদে বহন করিতে পারে এমন ধরনের নোট ও গাইড বই প্রকাশ করিয়াছে। একশ্রেণীর শিক্ষকরাও এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এইভাবে দিনের পর দিন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। আর অন্যদিকে নোটবইয়ের ব্যবসা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা নামক জাতির মেরুদণ্ড এখন ভাঙ্গিবার উপক্রম।

কেবল যে ফাঁকিবাজ শিক্ষার্থীরাই নোটবইয়ের প্রতি আগ্রহী তাহা নয়। একশ্রেণীর ফাঁকিবাজ শিক্ষকেরও ভারী পছন্দ এই নোটবই। এমনও দেখা যায় শ্রেণীকক্ষে ইহারা বিস্তারিতভাবে পাঠ্যবই আলোচনা না করিয়া ছাত্রছাত্রীদের নোটবই অথবা গাইড বই হইতে পড়িবার পরামর্শ দেন। অনেক সময় নিজেরাও নোটবই হইতে শিখিয়া তাহাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে উদ্গীরণ করেন। সত্যের অপলাপ না করিয়া বলিতে হয়, পরম যত্নে পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি ছত্রের মর্মবাণী শিক্ষার্থীদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া, প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে বুঝাইয়া দেওয়া, যত্ন করিয়া পাঠদান করার মতো শিক্ষকের সংখ্যা এদেশে এখন নগণ্য। বেশির ভাগ শিক্ষকই টাকা আনা পাইয়ের হিসাব-নিকাশেই বেশি আগ্রহী। অর্থাৎ প্রাইভেট পড়ানোতেই তাহারা বেশি সময় ব্যয় করিয়া থাকেন।

পাঠ্যপুস্তকের সংকটও নোটবইয়ের প্রতি নির্ভরশীলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। বিগত বৎসরগুলিতে বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ লইয়া বহু কেলেংকারি হইয়াছে এবং কোটি কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। অথচ ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময় মতো পাঠ্যপুস্তক পৌছায় নাই। বাধ্য হইয়া ছাত্রছাত্রীরা নোটবই ও গাইড বইয়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

এই বৎসর নূতন সরকার পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পৌছানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ১ জানুয়ারি ঢাকা বইমেলা ২০০২ উদ্বোধনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের ১০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে নূতন বৎসরের পাঠ্যপুস্তক তুলিয়া দিয়া বিনামূল্যে প্রাথমিক বই বিতরণ উদ্বোধন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রকাশকদের কথা অনুযায়ী আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই দেশের সর্বত্র ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলিয়া দেয়া সম্ভব হইবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর বই কেলেংকারির মূল কারণ ছিল বোর্ডের সঙ্গে প্রকাশকদের দূরত্ব ও বৈরী মনোভাব। বর্তমান সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় এই পরিস্থিতির অবসান হয়। মন্ত্রণালয়, বোর্ড ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বই লইয়া বড় ধরনের বিপর্যয় ও কেলেংকারির সম্ভাবনা আর নাই। ইহা আমাদেরও প্রত্যাশা। তবে পাঠ্যপুস্তক দেশের সর্বত্র শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছাইয়াছে কিনা উহা যথাযথভাবে তদারক করিতে হইবে। ইহার জন্য একটি মনিটরিং সেল থাকাও আবশ্যক। কারণ দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অনিয়ম আর নৈরাজ্যের ফলে কাজের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা অনেকটাই ধ্বংসের পথে। আইনে নোটবই প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হইলেও উহার প্রয়োগ নাই। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা লইতে হইবে। ইহা ছাড়াও অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও নোটবই পরিহারের ব্যাপারে সচেতন থাকা একান্ত আবশ্যক।